বঙ্গবন্ধু পরিষদ অষ্ট্রেলিয়ার স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

গত ২৩ মার্চ ২০১৪ বঙ্গবন্ধু পরিষদ অষ্ট্রেলিয়া প্রতিবছরের মত এবারও বাংলাদেশের ৪৪তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করে গ্লেনফিল্ড কমিউনিটি সেন্টারে। এ বছর স্বাধীনতা দিবস -এর অনুষ্ঠানটি সবার জন্য উপভোগ্য করার লক্ষ্যে নতুন আঙ্গিকে সাজানো হয়েছিল বলে অন্যান্য বারের তুলনায় অতিথিদের উপস্থিতির সংখ্যা ছিলো অনেক বেশি। তিনটি পর্বে সাজানো অনুষ্ঠানটির প্রথম পর্বে ছিলো নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা তথা বাঙ্গালী সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত করার প্রয়াসে শিশু-কিশোরদের চিত্রাংকন প্রতিযোগীতা। শিশুদের এ চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ফেডারেল এম.পি. লরি ফারগুসন। চিত্রাংকনের বিষয়বস্তু ছিল বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা ও আবহমান বাংলার রূপ। দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা সভার শেষে বিচারক চিত্রশিল্পী জনাব রফিকুর রহমান খান ও ড. রতন কুন্ডুর রায়ে দুটি গ্রুপে মোট ৬ জন বিজয়ী শিল্পীদের যথাক্রমে ১০০, ৬০ ও ৪০ ডলার করে ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ড. খায়রুল চৌধুরী। এ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন সাধারণ সম্পাদক জনাব রফিক উদ্দিন। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত ও সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ কামনা করে পরম করুনাময়ের কাছে প্রার্থনা করে মুনাজাত করেন জনাব মোফজ্জল ভূঁইয়া। স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক ড. নিজাম উদ্দিন আহমেদ স্বাগত বক্তব্যে উপস্থিত সবাইকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফেডারেল এম.পি লরি ফারগুসন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা যুদ্ধে সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভূয়ষী প্রসংশা করেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি সংগ্রামী নারী ১৯৭০ সালে কুমুদিনী মহিলা কলেজের ছাত্রী সংসদের নির্বাচিত ভি.পি হালিমা খন্দকার রেনু স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধ পূর্বকালীন সময়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের কঠোর বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে ছাত্রী নিবাসের কলাপসিবল গেট ভেঙ্গে সব মেয়েদের নিয়ে রাজপথে এসে আন্দোলনে যোগ দেন। এ জন্য তাকে কলেজ থেকে বহিঃস্কার করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারী করা হয়। তিনি সত্তোরের ঘুর্ণীঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে তৎকালীন সময়ে নগদ ১ হাজার টাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমনের হাতে তুলে দেন। আরও বক্তব্য রাখেন ড. রফিকুল ইসলাম, ড. রতন কুন্ডু ও এমদাদুল হক। অনুষ্ঠানের সকল বক্তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক সুখী সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সহযোগিতার আহ্বান জানান। দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক নিরাপত্তা সহ অর্থনৈতিক উন্নয়নই বাংলাদেশের সকল মানুষের কাছে স্বাধীনতা অর্থপূর্ণ হতে পারে বলে মত প্রকাশ করা হয়।

সভার সভাপতি ড. খায়রুল চৌধুরী তার সমাপনী বক্তব্যে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি তার বক্তব্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা একটি অস্বাভাবিক জাতীয় ও রাষ্ট্রিয় কাঠামো থেকে বের হয়ে একটি স্বাভাবিক প্রথাগত জাতি ও রাষ্ট্রসত্ত্বা অর্জন। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অর্জন অনেক - অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, খাদ্য উৎপাদন, বৈদেশিক বানিজ্য, বৈদেশিম মুদ্রার রিজার্ভ সহ বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের অগ্রগতির বিভিন্ন তথ্য তিনি তুলে ধরেন তার বক্তব্যে।

উল্লেখ্য প্রতি বছরের মত এবারও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব হারুনুর রশিদের সম্পাদনায় একটি স্মরণীকা প্রকাশ করা হয়। এ বছর স্মরণীকাটিতে নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের অংশগ্রহন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের ধারণা, অনুভূতি ও প্রত্যাশার প্রতিফল ঘটেছে। আগামীতে তাদের আরও বেশি বেশি অংশ গ্রহন আমাদের কাম্য।

তৃতীয় পর্বে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দেশের গান, দশের গান নিয়ে এ অনুষ্ঠানটি এতই প্রাণবন্ত ছিল যে, রাত ৯টায় অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা রাত ১১টা অব্দি প্রলম্বিত হয়। সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা ফারিয়া আহমেদ ও যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা লামিয়া আহমেদের গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি এতই উপভোগ্য হয়েছে যে হলভর্তি দর্শক রাতের খাবার এর তাগিদ উপেক্ষা করে অনুষ্ঠান চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে শিশু শিল্পী মুন ও নম্রতা খন্দকার দুটি দেশত্ববোধক গান পরিবেশন করে। শিশু শিল্পী সুলগ্না'র 'আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম' গানের সাথে নৃত্যটি হলভর্তি দর্শককে আপ্লুত করে। ফারিয়া ও লামিয়া তাদের নবগঠিত স্বরলিপি সংগীত একাডেমীর পক্ষে কয়েকটি সংগীত পরিবেষণ করেন। নিলুফা ইয়াসমিনের দুটি অনবদ্য সংগীত প্রবাসে দেশের অনুরণন ঘটাতে সক্ষম হয়। অনুষ্ঠানে তবলায় ছিলেন বিশিষ্ট তবলা বাদক খন্দকার জাহিদ হাসান। এর পর রাতের ডিনার শেষে নবাগত শিল্পী অভিষেক গান শুরু করেন। তার গানের কন্ঠের যাদুতে সবাই মাতোয়ারা হয়ে যান। অনুরোধের পর অনুরোধে তিনি এক এক করে প্রায় ১০টি সংগীত পরিবেশন করেন যা কিনা রাত এগারোটা অব্দি গড়ায়। অনুষ্ঠান শেষে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের উচ্ছ্বাসে সবাই একত্রিত হয়ে ছবি তুলেন। কারুরই যেন ঘরে ফেরার কোন তাড়া নেই। এক প্রচন্ড পরিতৃপ্তি নিয়ে মধ্যরাতে যে যার ঘরে ফিরে যান।

Happy Independence Day of Bangladesh
Art Competition

esh - 2014
জয় বঙ্গবন্ধু
পন উপলক্ষ্যে

ence Day Of Banglad
স্বাধীনতা দিবস - ২০১৪
আলোচনা সভা ও সংগীতানুষ্ঠান
andhu Society

angladesh - 2014
Australia Inc.

Independence Day Of Bangladesh - 2014
আলোচনা সভা ও সংগীতানুষ্ঠান

Bangabandhu Society of Australia Inc.

Independence Day Of Bangladesh - 2014
বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস - ২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে
আলোচনা সভা ও সংগীতানুষ্ঠান